

📖 যে সকল হারামকে মানুষ তুচ্ছ মনে করে থাকে

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৩৯. সুপারিশের বিনিময়ে উপহার গ্রহণ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

সুপারিশের বিনিময়ে উপহার গ্রহণ

মানুষের মান-মর্যাদা ও পদাধিকার বান্দার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহরাজির অন্যতম। এ অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করা কর্তব্য। মুসলিমদের উপকারে তাদের পদ ও মর্যাদাকে কাজে লাগানো উক্ত শুকরিয়ারই অংশ বিশেষ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ»

“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের উপকার করতে সক্ষম, সে যেন তা করে”।[1]

যে ব্যক্তি তার পদের মাধ্যমে কোনো মুসলিম ভাইকে যুলুম থেকে রক্ষা করে কিংবা তার কোনো কল্যাণ সাধন করে এবং তা করতে গিয়ে কোনো হারাম উপায় অবলম্বন করে না বা কারো অধিকার ক্ষুণ্ণ করে না, সে ব্যক্তির নিয়ত বিশুদ্ধ হলে আল্লাহর নিকট সে পারিতোষিক পাওয়ার যোগ্য। যেমন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا»

“তোমরা সুপারিশ কর, বিনিময়ে তোমরা সাওয়াব পাবে”।[2]

এ সুপারিশ ও মধ্যস্থতার জন্য কোনো বিনিময়ে গ্রহণ করা জায়েয নয়। আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرَّبِّ»

“সুপারিশ করার দরুন যে ব্যক্তি সুপারিশকারীকে উপহার দেয় এবং (তার থেকে) সে ঐ উপহার গ্রহণ করে তাহলে সে ব্যক্তি সূদের দ্বারদেশগুলোর মধ্য থেকে একটি বৃহৎ দ্বারে উপনীত হয়”।[3]

এক শ্রেণির মানুষ আর্থিক স্বার্থের বিনিময়ে তাদের পদমর্যাদাকে কাজে লাগাতে চায় বা মধ্যস্থতা করতে সম্মত হয়। যেমন, কোনো একজন লোককে চাকরি দেওয়া অথবা কাউকে কোনো প্রতিষ্ঠান বা এলাকা থেকে অন্য প্রতিষ্ঠান বা এলাকায় বদলি করে দেওয়া কিংবা কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে চিকিৎসা করে দেওয়া ইত্যাদির জন্য অর্থলাভের শর্ত আরোপ করে। কিন্তু এরূপ স্বার্থের জন্য শর্তারোপ ও তার সুযোগ গ্রহণ করা হারাম। উপরোক্ত হাদীছই তার জ্বলন্ত প্রমাণ; বরং যে কোনো কিছু গ্রহণ করাই এ হাদীসের বাহ্যিক দিকের আওতায় পড়ে, চাই পূর্বে কোনো কিছুর শর্ত আরোপ না করা হোক। [শাইখ আব্দুল আযীয ইবন বায রহ. এর জবাবী থেকে] আসলে ভালো কাজের কর্মীর জন্য আল্লাহর পারিতোষিকই যথেষ্ট, যা সে কিয়ামত দিবসে পাবে।

জনৈক ব্যক্তি কোনো এক প্রয়োজনে হাসান ইবন সাহলের নিকট এসে তাঁর সুপারিশ প্রার্থনা করে। তিনি তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। ফলে লোকটি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগল। তখন হাসান ইবন সাহল

তাকে বললেন, ‘কি জন্য তুমি আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছ? আমরা তো মনে করি পদেরও যাকাত আছে, যেমন অর্থ-সম্পদের যাকাত আছে”।[4]এখানে এ পার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করা যথার্থ হবে যে, কোনো কার্য সম্পাদনের জন্য ব্যক্তি বিশেষকে পারিশ্রমিক দিয়ে নিযুক্ত করা এবং শর্ত সাপেক্ষে বৈধ মজুরী প্রদান জায়েয শ্রেণিভুক্ত হবে। পক্ষান্তরে আর্থিক সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে নিজ পদমর্যাদা ও মধ্যস্থতাকে কাজে লাগিয়ে সুপারিশের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এটা নিষিদ্ধ। উভয় প্রক্রিয়া এক নয়।

>

ফুটনোট

- [1] সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৪৫২৯।
- [2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪৩২; সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৫১৩২।
- [3] সুনান আবু দাউদ; মিশকাত, হাদীস নং ৩৭৫৭।
- [4] . ইবন মুফলিহ, আল-আদাবুশ শার’ঈয়্যাহ ২/১৭৬ পৃ:।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=10067>

হাদিসবিভিন্ন প্রজেক্টে অনুদান দিন